যুগান্তর

তারিখ 09 MAY 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

আটক ১২ : ১০ জনকে আদালতে সোপর্দ

ঢাবির ৫ হলে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) পাঁচটি ছাত্র হলে সোমবার শেষরাতে পুলিশ আকস্মিক সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে ২ বহিরাগতসহ ১২ ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃতদের বেশিরভাগই ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মী। সাধারণ ছাত্ররা জানায়, অভিযানকালে পুলিশ নির্দিষ্ট কিছু কক্ষে হানা দেয়। তারা তালিকা ধরে ছাত্রদল-ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের খোঁজাখুঁজি করে। রমনা থানা পুলিশ জানায়, বহিরাগত দু'জনকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাকি ১০ জনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। মহানগর পুলিশের একজন কর্মকর্তা জানান, আটক সবাই তালিকাভুক্ত। এই দু'সংগঠনের দু'শতাধিক নেতাকর্মীর তালিকা করা হয়েছে। এছাড়া ছাত্রশিবির ও অন্য সংগঠনের আরও অর্ধশত নেতার তালিকাও প্রস্তুত হলে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৮

হলে : অভিযান

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যে কোন মুহূর্তে সময়মতো এদের ধরা হবে।

জহুরুল হক হলে একসঙ্গে ছাত্রদের ১ক্লাস সীমিত করে দেয়া হয়েছে। হলের তিনটি পয়েন্টে মোতায়েন করা হয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ। এছাড়া বিভিন্ন আবাসিক হল এবং মধুর ক্যান্টিন, লাইব্রেরি চত্বর, কলাভবন ও টিএসসি এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ঘোরাঘুরি করছে।

সোমবার রাত আড়াইটার দিকে ডিএমপি ও গোয়েন্দা পুলিশের সম্মিলিত দল আকস্মিকভাবে একযোগে পাঁচটি হল ঘিরে ফেলে। এগুলো হচ্ছে— বঙ্গবন্ধু হল, এসএম হল, জগন্নাথ হল, মুহসিন হল ও ফজলুল হক হল। সাড়ে তিনটা পর্যন্ত এই তিনটি হলের অন্তত ৬৫টি কক্ষ পুলিশ তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি করে। চিহ্নিত কক্ষ ছাড়াও পুলিশ আশপাশের কক্ষেও হানা দেয় এবং নাম ধরে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের তল্লাশ করে।

বঙ্গবন্ধু হলের তৃতীয় তলার এক ছাত্র জানান, ছাত্রদলের হল সভাপতি মামুন এবং সেক্রেটারি জুয়েলকে পুলিশ তৃতীয় তলার কয়েকটি কক্ষে তল্লাশ করে। এই হল থেকে পুলিশ ছাত্রদল নেতা শাহীনুজ্জামান (কক্ষ ২০৭), নাসির (৫১১), ছাত্রলীগ নেতা শাহীন আলম ওরফে 'কুত্তা শাহীন' এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বহিরাগত আনোয়ারুল হাকিমকে আটক করে নিয়ে যায়।

এসএম হলের আরেক ছাত্র জানান, হলের ছাত্রদল সভাপতি দানেশ, ছাত্রলীগ সভাপতি মেহেরুল হাসান সোহেলসহ দু'সংগঠনের ১৪/১৫জন নেতাকে খোঁজাখুঁজি করে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শী এক ছাত্র জানান, এই হলের ছাত্রদল যুগ্ম সম্পাদক রিপনকে পুলিশ নাম জিজ্ঞেস করলে সে নিজের আসল নাম রাশিদুল ইসলাম জানায়। পুলিশ তখন ডাক নাম জিজ্ঞেস করে এবং রিপন নিশ্চিত হয়ে তাকে আটক করে। আটক ছাত্রলীগ নেতা জিয়াউল হকের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে বলে জানা যায়। জগন্নাথ হল থেকে ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কৃপা সিন্ধু ও সুগম কুমার দাসকে আটক করা হয়। মুহসিন হল থেকে অবৈধভাবে হলে বসবাসকারী মাস্টার্সের ছাত্র হাবিবুর রহমান শাহীনকে গ্রেফতার করা হয়। ফজলুল হক হল থেকে বহিরাগত বুয়েটের ছাত্র একেএম মোস্তফাসহ আনোয়ার হোসেন (গণিত, তৃতীয় বর্ষ) ও শহীদুর রহমানকে (উদ্ভিদ, তৃতীয় বর্ষ) আটক করে নিয়ে যায়।

পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর কাইয়ুম জানান, বিগত কয়েকদিনে ক্যাম্পাসের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তল্লাশি চালানো হয়। পুলিশের এটা রুটিন কাজ বলে তিনি জানান।

বিকেলে হল ও ক্যাম্পাসে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা জহুরুল হক হল প্রভোস্ট অধ্যাপক জাহিদুল ইসলামের পদত্যাগের দাবির পক্ষে সাধারণ ছাত্রদের জোরপূর্বক স্বাক্ষর সংগ্রহ করছে। এর পেছনে একজন সিনিয়র হাউস টিউটরের মদদ দেয়ার অভিযোগও এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ প্রশাসন বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে।